



70042 - জনকৈ নারী ইসলামে নারী অধিকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসে করনে

প্রশ্ন

ইসলামে নারীর অধিকারগুলো ক'কি? ইসলামের স্বর্ণযুগের পর (অষ্টম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত) ক'ভাবে নারীর অধিকারসমূহে পরিবর্তন এল? য'হেতু নারীর অধিকারগুলোতে পরিবর্তন এসছে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

ইসলাম নারীকে মহান মর্যাদা দিচ্ছে। ইসলাম মা হিসেবে নারীকে সম্মান দিচ্ছে। মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার করা, মায়ের আনুগত্য করা, মায়ের প্রতি ইহসান করা ফরয করছে। মায়ের সন্তুষ্টিকে আল্লাহর সন্তুষ্টি হিসেবে গণ্য করছে। ইসলাম জানিচ্ছে, মায়ের পদতলে ব'হেশেত। অর্থাৎ জান্নাতে যাওয়ার সহজ রাস্তা হ'চ্ছে- মায়ের মাধ্যমে। মায়ের অবাধ্য হওয়া, মাকে রাগান্বিত করা— হারাম; এমনকি স'টো যদি শুধু উফ্ উফ্ শব্দ উচ্চারণ করার মাধ্যমে হয় তবুও। পিতার অধিকারে চ'য়ে মায়ের অধিকারকে মহান ঘ'ষণা করছে। বয়স হয়ে গেলে ও দুর্বল হয়ে গেলে মায়ের খ'দেমত করার উপর জ'োর তাগদি দিচ্ছে। কুরআন-হাদিসেরে অসংখ্য স্থানে এ বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়ছে। য'মেন-

আল্লাহর বাণী: “আমরা মানুষকে তার মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করার ন'র্দশে দিচ্ছে।”[সূরা আহক্বাফ, আয়াত: ১৫]

“আর আপনার রব আদেশে দিচ্ছেন ত'নি ছাড়া অন্য কারো ইবাদত না করতে ও মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তারা একজন বা উভয়ই তোমার জীবদ্দশায় ব'র্ধক্যে উপনীত হ'লে তাদেরকে ‘উফ্’ বলো না এবং তাদেরকে ধ'মক দিও না। তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বল। আর মমতা'বশে তাদের প্রতি ন'ম্রতার প'ক্ষপুট অবন'মতি কর এবং বল ‘হে আমার রব! তাঁদের প্রতি দিয়া করুন য'ভেবে শ'শৈবে তাঁরা আমাকে প্রতিপালন করছেলিনে।”[সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত: ২৩-২৪]

ইবনে মাজাহ (২৭৮১) মুয়াবিয়া ব'নি জাহমি আল-সুলামি (রাঃ) থেকে ব'র্ণনা করনে যে, ত'নি বলনে: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছ'ে এসে বললাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আপনার সাথে জ'হিদে য'তে চাই; এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখ'রোত অর্জন করতে চাই। ত'নি বলনে: তোমার জ'ন্য আফসোস! তোমার মা ক' জীবতি? আমি বললাম: হ'য়। ত'নি বলনে: ফ'রিতে গিয়ে তার স'বো কর। এরপর আমি অন্যভাবে আবার তাঁর কাছ'ে এসে বললাম: ইয়া



রাসূলুল্লাহ! আমি আপনার সাথে জহাদে যতে চাই। এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখরোত অর্জন করতে চাই। তিনি বললেন: তোমার জন্ম আফসোস! তোমার মা কি জীবতি? আমি বললাম: হ্যাঁ। তিনি বললেন: তার কাছে ফরি গিয়ে তার সবো কর। এরপরও আমি তাঁর সামনে থেকে এসে বললাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আপনার সাথে জহাদে যতে চাই। এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখরোত অর্জন করতে চাই। তিনি বললেন: তোমার জন্ম আফসোস! তোমার মা কি জীবতি? আমি বললাম: হ্যাঁ। তিনি বললেন: তোমার জন্ম আফসোস! তুমি তার পায়রে কাছে পড়ে থাক। সখোনইে জান্নাত রয়েছে।”[আলবানী সহহি সুনানে ইবনে মাজাহ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহহি বলছেন। হাদিসটি সুনানে নাসাঈ গ্রন্থেও (৩১০৪) রয়েছে। সখোনে হাদিসটির ভাষ্য হচ্ছে- “তার পায়রে কাছে পড়ে থাক। তার পায়রে নীচে রয়েছে - জান্নাত।”

সহহি বুখারী (৫৯৭১) ও সহহি মুসলমি (২৫৪৮) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন: “এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার সদ্ব্যবহার পাওয়ার বশি অধিকার কার? তিনি বললেন: তোমার মায়রে। লোকটি বলল: এরপর কার? তিনি বললেন: তোমার মায়রে। লোকটি বলল: এরপর কার? তিনি বললেন: তোমার মায়রে। লোকটি বলল: এরপর কার? তিনি বললেন: তোমার পতির।”

এগুলো ছাড়াও আরও অনেক দলিল রয়েছে; এ পরসিরে সবগুলো উল্লেখ করা সম্ভব নয়।

ইসলাম সন্তানরে উপর মায়রে যে অধিকার নির্ধারণ করেছে এর মধ্যে রয়েছে মায়রে খোরপোষরে প্রয়োজন হলে খোরপোষ দয়ো; যদি সন্তান শক্তিশালী ও সামর্থ্যবান হয়। এ কারণে মুসলমানরো শতাব্দীর পর শতাব্দী নারীকে ওল্ড হোমে রেখে আসা, কথিা ছলেরে বাড়ী থেকে বরে করে দয়ো, কথিা মায়রে খরচ দতিে ছলেরে অস্বীকৃতি জানানো কথিা সন্তানরো থাকতে ভরণপোষণরে জন্ম নারীকে চাকুরী করা ইত্যাদির সাথে পরিচিতি ছিল না।

স্ত্রীর মর্যাদা দয়িও ইসলাম নারীকে সম্মানতি করেছে। ইসলাম স্বামীদরেকে নির্দশে দয়িছে স্ত্রীর সাথে ভাল আচরণ করার, জীবন ধারণরে ক্ষত্রেরে নারীর প্রতি ইহসান করার। ইসলাম জানয়িছে স্বামীর যমেন অধিকার রয়েছে তমেনি স্ত্রীরও অধিকার রয়েছে; তবে স্বামীর মর্যাদা উপরে। যহেতুে খরচরে দায়তি্ব স্বামীর এবং পারবিারকি বিষয়াদরি দায়তি্বও স্বামীর। ইসলাম ঘোষণা করেছে, সর্বোত্তম মুসলমান হচ্ছে সেই ব্যক্তি যিে তার স্ত্রীর সাথে আচার-আচরণে ভাল। স্ত্রীর অনুমতি ব্যতিত তার সম্পদ গ্রহণ করাকে নিষিদ্ধ করেছে। এ বিষয়ক দলিল হচ্ছে, আল্লাহর বাণী: “তোমরা তাদরে সাথে সদভাবে জীবনযাপন কর”[সূরা নসিা, আয়াত: ১৯] আল্লাহর বাণী: “আর নারীদরে তমেনি ন্যায়সংগত অধিকার আছে যমেন আছে তাদরে উপর পুরুষদরে; আর নারীদরে উপর পুরুষদরে মর্যাদা রয়েছে। আর আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাশালী।”[সূরা নসিা, আয়াত: ২২৮]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “তোমরা নারীদরে সাথে ভাল ব্যবহার করার ব্যাপারে ওসয়িত গ্রহণ কর।”[সহহি বুখারী (৩৩৩১) ও সহহি মুসলমি (১৪৬৮)]



নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে তার পরিবারের কাছে উত্তম। আমি আমার পরিবারের কাছে উত্তম।” [সুনানে তরিমযি (৩৮৯৫), সুনানে ইবনে মাজাহ (১৯৭৭), আলবানী সহহিত তরিমযি গ্রন্থে হাদিসটিকে সহহি বলছেন]

ময়ে হসিবেও ইসলাম নারীকে সম্মানতি করছে। ইসলাম ময়ে সন্তান প্রতপালন ও শকিষা দয়োর প্রতী উদ্বুদ্ধ করছে। ময়ে সন্তান প্রতপালনের জন্য মহা প্রতদিন ঘোষণা করছে। এ বযিযে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী হচ্ছ- “যে ব্যক্তি বালগে হওয়া পর্যন্ত দুইজন ময়েকে লালন-পালন করবনে সে ও আমি কয়িমতরে দিনি এভাবে আসব (তিনি আঙুলসমূহকে একত্রতি করে দেখোলনে)।” [সহহি মুসলমি (২৩১)]

ইবনে মাজাহ (৩৬৬৯) উকবা বনি আমরে (রাঃ) থেকে বরণনা করনে যে, তিনি বলনে: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনছে তিনি বলনে: “যে ব্যক্তরি তিনিজন ময়েে রয়ছে। তিনি যদি ময়েদেরে ব্যাপারে ধরৈয্য ধারণ করনে, তাদরেকে সচ্ছলভাবে খাওয়ান ও পরান; এ ময়েেরো কয়িমতরে দিনি তার জন্য জাহান্নামেরে আগুনরে মাঝে বাধা হবে।” [আলবানী সহহি ইবনে মাজাহ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহহি আখ্যায়তি করছেন]

ইসলাম নারীকে বোন হসিবে, ফুফু হসিবে ও খালা হসিবেও সম্মানতি করছেন। ইসলাম সলিতুর রহেমে বা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার নরিদশে দয়িছে ও এ বযিযে উদ্বুদ্ধ করছে। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা— হরাম হওয়ার কথা অনকে দললি-প্রমাণে এসছে। যমেন- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে বাণী: “হে লোকরো! তোমরা সালামরে প্রচলন কর, মানুষকে খাবার খাওয়াও, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা কর, রাতরে বলো নামায় আদায় কর যখন মানুষ ঘুময়ি থাক; তাহলে তোমরা নরিপদে জান্নাতে প্রবশে করবো।” [সুনানে ইবনে মাজাহ (৩২৫১), আলবানী সহহি সুনানে ইবনে মাজাহ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহহি আখ্যায়তি করছেন]

সহহি বুখারীতে (৫৯৮৮) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বরণতি হয়ছে যে, তিনি বলনে: আল্লাহ তাআলা রহেমে বা আত্মীয়তার সম্পর্ক সম্পর্কে বলনে: “যে তোমার সাথে সম্পর্ক রাখবে আমিও তার সাথে সম্পর্ক রাখব। আর যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে আমিও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করব।”

অনকে সময় একজন নারীর মধ্যে উল্লেখতি সবগুলো মর্যাদার দকি একত্রতি হতে পারে। একজন নারী হতে পারনে তিনি স্ত্রী, তিনি ময়ে, তিনি মা, তিনি বোন, তিনি ফুফু, তিনি খালা। তখন তিনি এ সকল দকিরে মর্যাদা লাভ করনে।

মোটেকথা, ইসলাম নারীর মর্যাদা সমুন্নত করছে। অনকে বধি-বধিনরে ক্ষতেরে পুরুষ ও নারীকে সমান অধকার দয়িছে। পুরুষরে ন্যায় নারীও ঈমান আনা ও আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য আদষ্টি। আখরিতে প্রতদিন পাওয়ার ক্ষতেরেও নারী পুরুষরে সমান। নারীর রয়ছে- কথা বলার অধকার: নারী সৎ কাজরে আদশে করবে, অসৎ কাজ থেকে নষিধে করবে ও আল্লাহর দকি আহ্বান করবে। নারীর রয়ছে মালকিনার অধকার: নারী করয়-বকিরয় করবে, পরতিযকত সম্পততির মালকি



হবে, দান-সদকা করবে, কাউকে উপঢৌকন দবিবে। নারীর অনুমতি ছাড়া কারো জন্য তার সম্পদ গ্রহণ করা জায়যে নয়। নারীর রয়েছে সম্মানজনক জীবন যাপনের অধিকার। নারীর উপর অন্যায়, অত্যাচার করা যাবে না। নারীর রয়েছে জ্ঞানার্জনের অধিকার। বরং নারী তার দ্বীন পালন করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জন করা ফরয।

কটে যদি ইসলামে নারীর অধিকারগুলোর সাথে জাহলে যুগে নারীর অধিকারগুলো তুলনা করে দেখে কথিবা অন্য সত্যতাপুলোর সাথে তুলনা করে দেখে তাহলে আমরা যা বলছি এর সত্যতা দেখতে পাবে। বরং আমরা দৃঢ়তার সাথে বলছি, ইসলামে নারীকে যে মহান মর্যাদা দয়া হয়েছে অন্য কোথাও সে মর্যাদা দয়া হয়নি।

গ্রকি সমাজে, পারসকি সমাজে কথিবা ইহুদি সমাজে নারী কমেই ছিল সটো উল্লেখ করার প্রয়োজন নই। খোদে খ্রিস্টান সমাজেও নারীর অবস্থান খুবই খারাপ ছিল। বরং খ্রিস্টান ধর্মগুরুরা ‘ম্যাকন কাউন্সিলে’ সমবতে হয়েছিল এ বিষয়ে গবেষণা করার জন্য: নারী কি শুধু একটা দহে; নাকি রূহ বিশিষ্ট দহে?! শেষে তারা অধিকাংশে মতামতেরে ভিত্তিতে এ সিদ্ধান্তে আসে যে, নারী হচ্ছ- রূহবাহিন; শুধু ব্যতিক্রম হচ্ছনে মরয়িম আলাইহিসি সালাম।

৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সে নারীকে নিয়ে গবেষণার জন্য একটা সমেনার ডাকা হয়: নারীর কি রূহ আছে, নাকি নই? যদি নারীর রূহ থাকে সে রূহ কি পশুর রূহ; নাকি মানুষেরে রূহ? সবশেষে তারা সিদ্ধান্ত দয়ে যে, নারী মানুষ! তবে, নারীকে শুধুমাত্র পুরুষেরে সবারে জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

অষ্টম হনেররি শাসনামলে ইংরেজে পার্লামেন্টে একটা আইন পাস করে, সে আইনে নারীর জন্য ‘নডি টেস্টমেন্ট’ পড়া নিষিদ্ধ করা হয়; কারণ নারী নাপাক।

ইংরেজে আইনে ১৮০৫ সাল পর্যন্ত পুরুষেরে জন্য নিজেরে স্ত্রীকে বক্রি করে দয়া বধৈ ছিল। স্ত্রীর মূল্য নির্ধারণ করা হয় ছয় পনে।

আধুনিক সমাজে আঠার বছর বয়সেরে পর নারীকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দয়া হয়; যাত করে সে জীবনধারণেরে জন্য চাকুরী করা শুরু করে। আর যদি নারী পতিমাতার বাসায় থেকে যেতে চায় তাহলে তাকে তার রুমেরে ভাড়া, খাবারেরে খরচ ও কাপড়-চোপড় ধোয়ার খরচ ময়ে কর্তৃক পতিমাতাকে পরশোধ করতে হয়।

[দখুন: আউদাতুল মারআ (২/৪৭-৫৬)]

নারীর এ অবস্থার সাথে ইসলামে নারীর মর্যাদাকে কভাবে তুলনা করা যেতে পারে! যখনে ইসলাম নারীর সাথে সদব্যবহার করা, তার প্রতি দয়া করা, তাকে সম্মান করা ও তার জন্য খরচ করার নির্দেশে দয়িছে?!

দুই:



সময়ের ব্যবধানে এ অধিকারগুলো পরবর্তন হওয়া:

নীতগিতভাবে ও তাত্ত্বিকভাবে এ অধিকারগুলোর কোন পরবর্তন সাধিত হয়নি। তবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে: কোন সন্দেহে নই ইসলামের স্বর্ণযুগের মুসলমানেরা ইসলামি শরীয়া বাস্তবায়নে অগ্রসর ছিলেন। শরীয়তের বধিनावलीর মধ্যে রয়েছে: মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার, স্ত্রী, ময়ে, বোন ও আমভাবে সকল নারীর সাথে ভাল আচরণ। যখন মানুষের দ্বীনদারি দুর্বল হয়ে যায় তখন এ অধিকারগুলো প্রদানে ত্রুটি ঘটে। তদুপর কিয়ামত পর্যন্ত একদল মানুষ তাদের দ্বীনকে আঁকড়ে ধরে থাকবে, তাদের রবের শরীয়তকে বাস্তবায়ন করবে। এবং এরাই নারীকে সম্মান দিতে ও নারীর অধিকার আদায়ে সবচেয়ে বেশি আগ্রহী হবে।

আমরা মনে নচ্ছি বর্তমানে নারীর অধিকারের ক্ষেত্রে কসুর আছে, কিছু যুলুম সংঘটিত হচ্ছে, কিছু মানুষ নারীর অধিকার আদায়ে অবহেলা করছে। কিন্তু অনেকে মুসলমানের মধ্যে দ্বীনদারি কম যোয়া সত্বেও মা হিসেবে, স্ত্রী হিসেবে, বোন হিসেবে নারীর সম্মান ও মর্যাদা অটুট আছে। প্রত্যেকে তার নিজের ব্যাপারে জবাবদহি করতে হবে।